দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 17 JUL 1990
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

মাদ্রাসায় ভুয়া শিক্ষক দেখিয়ে বিরাট অংকের অর্থ আত্মসাৎ

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

নীলফামারী, ১৫ই জুলাই।—জলঢাকা উপজেলার বাশদহ এমদাদিয়া দারুস্‌সুন্নাত মাদ্রাসায় ভুয়া শিক্ষক দেখিয়ে প্রায় ১ লাখ ৯০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। ৪ বছরে ৪১ জন শিক্ষকের নামে এই অর্থ আত্মাৎ করা হয়।

জেলা দুর্নীতি দমন বিভাগ উক্ত মাদ্রাসার সুপারের বিরুদ্ধে পৃথক ৪টি মামলা দায়ের করেছে। মাদ্রাসা সুপার গাঢাকা দিয়েছে।

দুর্নীতি দমন বিভাগের তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, উক্ত মাদ্রাসার সুপার মওলানা তমিজ উদ্দিন নোমানী ১৯৮৪–৮৫ অর্থবছরে ১১ জন শিক্ষকের নামে ৬১ হাজার ৫৬ টাকা, ৮৫–৮৬ অর্থবছরে ১৬ জন শিক্ষকের নামে ৫৯ হাজার ৬শ ৫০ টাকা, ৮৬–৮৭ অর্থবছরে ১০ জন শিক্ষকের নামে ৬০ হাজার ৫শ ৪১ টাকা ও ৮৭ সালের জুন ও জুলাই মাসে ৪ জন শিক্ষকের নামে ৭ হাজার ৭শ ৪০ টাকাসহ মোট ৪১ জন শিক্ষকের নামে ১ লাখ ৮৮ হাজার ৯শ ৮৭ টাকা তুলে আত্মসাৎ করেন।

এক অভিযোগের প্রেক্ষিতে জেলা দুর্নীতি দমন বিভাগ ঘটনাটি তদন্ত করে উক্ত মাদ্রাসার সুপারের বিরুদ্ধে জলঢাকা থানায় পৃথক পৃথক ৪টি মামলা দায়ের করেন। মাদ্রাসার সুপার পলাতক রয়েছেন।

স্কুল মেরামতের অর্থ আত্মসাৎ

অপর এক সংবাদে বলা হয়েছে, স্কুলগৃহ মেরামত না করে জলঢাকা উপজেলার ডাউয়াবাড়ি ইউনিয়নের প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ১৯ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে।

জেলা দুর্নীতি দমন বিভাগ এই তথ্য উদঘাটন করেছে এবং উক্ত প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে জলঢাকা থানায় মামলা দায়ের করেছে।

দুর্নীতি দমন বিভাগের তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৮৪–৮৫ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামতের জন্য ১৯ হাজার টাকা বরাদ্দ আসে। উক্ত টাকা প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান সোনালী ব্যাংক জলঢাকা শাখা থেকে ১৬–৬–৮৫ এবং ২–৭–৮৫ তারিখে উত্তোলন করেন। কিন্তু স্কুল গৃহ মেরামত না করে সম্পূর্ণ টাকা আত্মসাৎ করেন।